

উড়োজাহাজ চলাচলে নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বাড়ালো ভারত-পাকিস্তান

- A Monitor Desk Report

Date: 24 May, 2025



ঢাকাঃ পাল্টাপাল্টি পদক্ষেপ হিসেবে এক দেশ অপর দেশের উড়োজাহাজের জন্য নিজেদের আকাশসীমা ব্যবহারের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল, তার মেয়াদ আরেক দফায় বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে ভারত ও পাকিস্তান।

শুক্রবার (২৩ মে) উভয় দেশের পক্ষ থেকে এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে বলে বার্তা সংস্থার এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, ভারত ও পাকিস্তান একে অপরের উড়োজাহাজ চলাচলের জন্য নিজেদের আকাশসীমা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বৃদ্ধি করেছে।

চলতি মাসের শুরুর দিকে প্রতিবেশী দুই দেশের সামরিক সংঘাতের পর চলমান কূটনৈতিক উত্তেজনার মাঝে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

পাকিস্তানের বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ বলেছে, আকাশসীমা ব্যবহারের ওপর আরোপিত এই নিষেধাজ্ঞা ভারতের নিবন্ধিত, পরিচালিত, মালিকানাধীন অথবা ভাড়া দেওয়া সব ধরনের উড়োজাহাজের জন্য প্রযোজ্য হবে। এমনকি ভারতীয় সামরিক বাহিনীর উড়োজাহাজের ওপরও এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকবে।

আগামী ২৪ জুন পাকিস্তানের স্থানীয় সময় ভোর ৪টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত পাকিস্তানের এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে। এই সময় পাকিস্তানের আকাশসীমায় ভারতীয় কোনও উড়োজাহাজ প্রবেশ করতে পারবে না।

এদিকে, পাকিস্তানের এমন ঘোষণার পর ভারতের বেসামরিক উড়োজাহাজ চলাচল কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে বলেছে, সামরিক উড়োজাহাজসহ পাকিস্তানের নিবন্ধিত, পরিচালিত, মালিকানাধীন অথবা ভাড়া দেওয়া সব ধরনের উড়োজাহাজ আগামী ২৩ জুন পর্যন্ত ভারতের আকাশসীমায় নিষিদ্ধ থাকবে।

প্রতিবেশী দুই দেশের সম্পর্কে চরম অবনতির পর গত মাসে আকাশসীমা ব্যবহারের ওপর পাল্টাপাল্টি এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। এরপর শুক্তবার প্রথম দফায় উভয় দেশই সেই নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বৃদ্ধি ঘোষণা দিয়েছে।

গত ২২ এপ্রিল কাশ্মিরের পেহেলগামে বন্দুকধারীদের হামলায় ২৬ জনের প্রাণহানি ঘটে; যাদের বেশিরভাগই হিন্দু পর্যটক ছিলেন।

এই হামলার ঘটনার পর ১৯৬০ সালে বিশ্বব্যাংকের মধ্যস্থতায় পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের স্বাক্ষরিত সিন্ধু নদ পানি বণ্টন চুক্তি স্থগিত করাসহ একাধিক পদক্ষেপ নেয় নয়াদিল্লি। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য স্থগিত, স্থল সীমান্ত বন্ধ এবং ভিসা স্থগিত-সহ একে অপরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের পাল্টাপাল্টি পদক্ষেপ নিয়েছে ভারত ও পাকিস্তান।

কাশ্মিরে হামলার ঘটনায় পাকিস্তানের মদত রয়েছে বলে ভারত দাবি করলেও ইসলামাবাদ তা অস্বীকার করেছে। এই ঘটনার জেরে পরমাণু শক্তির দুই প্রতিবেশী দেশ কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে তীব্র সামরিক উত্তেজনায় জড়িয়ে পড়ে।

পরবর্তীতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় গত ১০ মে উভয় দেশ এক যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে পৌঁছায়।

-B